গনতন্ত্রের সাম্রাজ্যবাদঃ ঠান্ডা যুদ্ধ-১
কম্যুনিজম না ফ্যাসিজম?

ঠান্ডা যুদ্ধের বিশ্লেষনের পূর্বে, কম্যুউনিজমের ইতিহাস এবং দর্শন নিয়ে কিছু প্রাথমিক আলোচনা সেরে রাখি।

আমার জ্যাঠামশাই রাশিয়ায় বেশ কয়েকবার গিয়েছিলেন এবং তার কাছ থেকে আমি এক অনবদ্য গল্প শুনেছিলাম। যেটা শুধু গল্পই না, বৃহত্তর অর্থে কম্যুনিউস্ট দুনিয়ায় মানুষের সংজ্ঞাও বটে।

উনি একবার শীতে রাশিয়ার ওসাকা বন্দরে মাস দুই ছিলেন। এক রাতে উনারা কয়েক বন্ধু মিলে কাজ সেরে হোটেলে ফিরছিলেন। রাত্রি গভীর। বাইরে বিখ্যাত রাশিয়ান শীত। যা নেপোলিয়ান এবং হিটলার, শতাব্দীর দুই বৃহত্তম সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মৃত্যুদূত ছিল। -২০ সেন্টিগ্রেড। ঝির ঝির করে বরফ পরছে। রাস্তাই হঠাৎ চোখে পড়ল, একটা লোক ঠক ঠক করে কাঁপছে। সেটা ১৯৮৪। রাশিয়ায় শুধু পার্টিকর্মী আর বিজ্ঞানীদের গাড়ী থাকত। জ্যাঠামশাইয়ের বন্ধুরা ভাবলেন, ভদ্রলোককে তাদের গাড়ীতে করে লিফট দেওয়া যাক।

কাছে গিয়ে দেখলেন, লোকটা AK-47 নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মানে গার্ড। দোভাষীর দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, গার্ড ভদ্রলোক, উনাদের সাথে হোটেলে আসতে চান কি না? বিশেষত এই ঠান্ডায় আত্মহত্যার ইচ্ছা না থকলে লোকেরা বাইরে বেড়োয় না।

দোভাষী হা হা করে উঠল। বল কি তোমরা? ডিউটি ছেরে, বিদেশীদের সাথে এক হোটেলে? কালকেই প্রতিক্রিয়াশীল বলে স্টাম্প লেগে যাবে। সোজা চলে যাবে সাইবেরিয়ার লেবার ক্যাম্পে। এখানে তাও ভাগ্য ভালো থাকলে ফ্যামিলির মুখ দেখে এই শীতটা কাটিয়ে দেবে। সাইবেরিয়ায় গেলে এক শীতেই অক্কা পাবে।

আমাদের ককুরটাকে বাজে খাবার দিলে, ও মাথা নাড়িয়ে, পা দাবিয়ে প্রত্যাখান করে। কম্যুনিউস্টদেশ গুলিতে রেশন থেকে খাবার না পেয়ে ফিরে গেলে, মাথা বা পা নাড়ানোরও কোন অধিকার ছিল না। অনাহারে মৃত্যু বরণ ছিল একমাত্র পথ। অনাহারে গনতন্ত্রেও লোকে মরে, তবে প্রতিবাদ করার সুযোগ পায়। টিভি ক্যামেরা পৌঁছলে, সাহায্যের ঢলও নামে। কম্যুনিজমে সে সব কিছু হয় না। তাই ১৯৪৫-৪৭ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর রাশিয়ায় ২৫০ লক্ষ লোক অনাহারে মরেছে-বার বার আবেদন স্বত্বেও রেড ক্রসকে রাশিয়ায় খাবার নিয়ে ঢুকতে দেন নি স্টালিন। আমেরিকান খাবারতো, তাই ওগুলো প্রতিক্রিয়াশীল খাদ্য-মানে খেলেই লোকজন প্রতিবিপ্লবী হয়ে যাবে। মাওয়ের জমানায় অনাহারে, অর্ধাহারে মরেছে ৬ কোটি ! বিপ্লবের দিনগুলিতে রক্তপাতের তাও এক ব্যাখ্যা হয়। কিন্তু বিপ্লবোত্তর রাশিয়া বা চীনে, এই বিপুল পরিমান লোক যখন অর্ধাহার, অনাহারে পতিত হয়, সেটা কোন ’দ্বান্দিক বস্তুবাদে’ ব্যাখ্যা হয় ? আজ উত্তর কোরিয়া, কিউবার কম্যুনিউস্ট

জমানায় প্রতিদিন প্রায় এক কোটি লোক অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। একটা সিগারেটের বিনিময়ে কম্যুনিয়স্ট কিউবাতে মেয়েদের কেনা যায়। শুধুকি তাই, কিউবাতে ১৫-৪০ বছর বয়স্ক মেয়েদের প্রায় ৬০% দেহব্যবসার সাথে জড়িত। টুরিস্টদের কাছ থেকে ডলার না পেলে চুল্লীতে খাবার ওঠে না। আর তাদের নেতা, ফিদেল কাস্ত্রো নাকি মুক্তিকামী মানুষের নেতা! নিজের খামখেয়ালী সিদ্ধান্তে কিউবার অর্থনীতি শেষ করে দিয়েছেন, দেশের লোকদের খেতে দিতে পারেন না, অথচ নেতা বনে যান তৃতীয়বিশ্বের জোটনিরেপেক্ষ দেশগুলির!

গত শতকের গনহত্যা এবং হত্যাকারীদের একটা লিস্ট দেওয়া গেল। মনে রাখবেন এটা শুধু গুলি করে হত্যা করার হিসাব নয়। অর্ধাহার, অনাহারে কত লোক মরেছে তার হিসাব!

মহাঘাতকদের ক্রমঃতালিকাঃ

হিটলার——8 কোটি লোকের হত্যার সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত। ম ন্তব্যের প্রয়োজন নেই।

মাও সে তুং——6.5 কোটি লোকের হত্যার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জড়িত। অধিকাংশ মৃত্যু হয়েছে, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় কৃষির ব্যর্থ পরিকল্পনায়।

স্টালিন——রাজনৈতিক হত্যা আর অনাহারে মেরে ফেলা সংখ্যাতত্ত্ব মেলালে 4.5 কোটি।

লেলিন——রাজনৈতিক হত্যার সংখ্যা ৪০ লক্ষ।

পলপট——কাম্বোডিয়ার ৭০ লক্ষ লোকের মধ্যে, ৩০ লক্ষ্য লোক খুন করেন। তাতেই কি অনুসোচনা ছিল? না। এই কশাই শাসক বলেছিলেন, ১০ লাখ লোক বেঁচে থাকলেও, তার থেকেই তিনি নতুন সমাজ গড়বেন! শেষে অবশ্য কাম্বোডিয়ানদের উদ্ধার করেন ভিয়েতনামের কমুনিউস্টরাই(সেটা কিন্তু মিডিয়া বলে না!)

মার্শাল টিটো, ফিদেল কাস্ত্রোর কথা ছেরে দিলাম। এদের সমাজতান্ত্রিক খামখেয়ালিপায় লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ দিয়েছেন।

এর সবকিছুই কি বৈপ্লবিক রক্তপাত নাকি? নাকি মার্ক্স এমনটাই বলেছিলেন?

Karl Max: *Manifesto of the Communist Party*

You must, therefore, confess that by "individual" you mean no other person than the bourgeois, than the middle-class owner of property. This person must indeed, be swept

out of the way, and made impossible. **(Published by Progress Publishers, Moscow, 1973 edition, page 66)**

এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা নিয়ে অনেক সমস্যা। গনতান্ত্রিক সমাজবাদীরা মনে করেন মার্ক্স এতে খুন করার কথা বলেন নি। বৈপ্লবিক পদ্ধতিতে শ্রেনীবৈষ্যমের কফিনে পেরেক পুঁততে বলেছেন। মার্ক্সের নানান জীবনীকারদের ভাষ্য থেকে জানা যায়, শেষ জীবনে তিনি এই গরম গরম ডায়ালোগ প্রদানকারী কম্যুনিউস্ট ভক্তবৃন্দদের এড়িয়ে চলতেন ।

কিন্তু তাতে কি পাপের স্থলন হয়? লেলিন বা মাও, উভয়েই মার্ক্সের এই বক্তব্যর একই ব্যাখ্যা করেছেন। বুর্জোয়া রক্তপাত ছারা কম্যুনুউস্ট রাস্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় (Lenin: The State and The Revolution)।

কম্যুনিউস্ট রাস্ট্র প্রতিষ্ঠার সাতটি ধাপ আছে। এর যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষন দরকার।

১) বিপ্লব (Revolution): শ্রমিক-কৃষক ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করবে। এর হিংস, অহিংস ইত্যাদি অনেক ব্যাখ্যা হয়। সময় নস্ট না করায় ভালো।

শুধু এটুকু জানা ভালো, প্রযুক্তির যতো উন্নতি হবে কৃষক, শ্রমিকের সংখ্যা কমবে। বাড়বে, পরিশেবায় নিযুক্ত কর্মী এবং ব্যবসায়ীরা-যাদের মার্ক্সীয় তত্ত্বে বুর্জোয়া বলা হয়। যেমন, উন্নত জেনেটিকসের ধাক্কায় আমেরিকার ২% মোটে কৃষক। জাপানেও ২%! ভারতে? এখন মাত্র ২৩% কৃষক, ২২% শ্রমিক, ৫৫% পরিষেবায়! কোনদিন যদি কৃত্রিম শ্লালোকসংশ্লেষ আবিস্কার হয়, কৃষক শ্রেনীর আর অস্তিত্বই থাকবে না! বুঝতে অসুবিধা নেই, মার্ক্স-লেলিনের তত্ত্বের সব চেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে, আধুনিক প্রযুক্তি, কি ভাবে সামাজিক শক্তি গুলির পুনর্বিন্যাস করবে, তা বোঝার অভাব (পশ্চিব বঙ্গের প্রাক্তন মার্ক্সবাদী অর্থমন্ত্রী এবং লন্ডন স্কুল অব ইকোনোমিক্সের অধ্যাপক ডঃ অশোক মিত্র-Economics as Ideology and Experience: Essays in Honour of Ashok Mitra)।

আরো ভাবুন, আর দুদিন বাদে শ্রমিক কৃষকের কাজ করবে রোবটরা। রোবটদের দিয়ে কি মার্ক্সীয় বিপ্লব হবে বলে মনে হয়?

2)প্রলেতারিয়েত স্বৈরতন্ত্র (Dictatorship of the Proletariat):

বলা হয় শ্রমিককৃষক একনায়কতন্ত্র, কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, কোন কম্যুনিউস্ট বিপ্লবেই সেটা হয় নি। যেটা হয়েছে, সেটা রাজনীতির পরিভাষায় ব্যক্তির ক্ষমতার একনায়কতন্ত্র। যার অন্যনাম ফ্যাসিজম। কারণ প্রলেতারিয়েত একনায়কতন্ত্র, আসলেই শোষিত শ্রেনীর প্রকৃত গনতন্ত্র। স্টালিন, মাও একের পর এক প্রতিদ্বন্দীকে রাজনৈতিক হত্যা করেছেন। যাদের একটাই অপরাধ-হয়তো, পলিটবুরোতে স্টালিন বা মাওয়ের বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন! এর ব্যাখ্যা

ফ্রয়েডিয়ান বা বিবর্তনবাদী মনোবিজ্ঞান দিয়ে হয়, মার্ক্সবাদ দিয়ে হয় না।

অথচ লেলিনের ভাষ্য শুনে কেও বলবে, এমনটাই হওয়ার কথা ছিল?

The dictatorship of the proletariat is the rule-unrestricted by law and based on force-of the proletariat over the bourgeoisie, a rule enjoying the sympathy and support of the laboring and exploited masses." (*The State and the Revolution* by Lenin as quoted in *Problems of Leninism* by J. Stalin, page 49)

স্টালিনের বাতচিত শুনলেন।এবার তার বিখ্যাত মস্কো ট্রায়ালের কীর্তি দেখা যাক, যেখানে স্টালিন তার সমস্ত সম্ভাব্য রাজনৈতিক প্রতিযোগীদের হত্যা করেন।

এই সময়ে চারটি বিখ্যাতট্রায়াল হয়: the Trial of the Sixteen (August 1936); Trial of the Seventeen (January 1937); the trial of Red Army generals (এই বিচার প্রহসনে মৃত্যুদন্ড পান বিখ্যাত বলশেভিক টুখাচেভস্কি : জুন, 1937) এবং the Trial of the Twenty One (এখানে কোতল হন বুখারিন: মার্চ 1938)।

মেক্সিকোতে নির্বাসনে থাকা ট্রটস্কি, স্টালিনের এই নির্বিচার হত্যাকান্ড মেনে নিতে পারেন নি। খুন হয়ে যাওয়া টুখাচেভস্কি বা বুখারিন ছিলেন বলশেভিক সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠসন্তান। ক্ষোভে, দুঃখেট্রটস্কি লিখছেন (১৯৩৯)ঃ *লেলিনের সমাজতন্ত্রের সাথে স্টালিনের স্বৈরতন্ত্রকে আলাদা করেছে এক বৃহৎ রক্তনদী!* তাঁকেও গুপ্তঘাতক দিয়ে মেরে ফেলা হল ১৯৪০ সালে।

অতিসম্প্রতি, আমরা আরো জাননাল, চে গুয়েভেরা কেন বলিভিয়াতে কোন রাজনৈতিক সাহায্য পান নি। একের পর এক বার্তা পাঠিয়েছেন , প্রিয় বন্ধু ফিদেলকে। কিন্তু তিনি যখন বলিভিয়ার দুর্ভেদ্য পাহাড়ে মাত্র ২১জন সঙ্গী নিয়ে অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন, বলিভিয়ার সৈন্যবাহিনীর তাড়া খেয়ে প্রতিমূহুর্তে স্থান বদল করছেন এবং ফিদেলকে উদ্ধারের জন্য SOS পাঠাচ্ছেন, ফিদেল কাস্ত্রো কিছুই করেন নি-কোন সাহায্যই পাঠান নি! শুধু কি তাই, আমরা এটাও জানলাম, CIA গুয়েভেরাকে ধরতে পারল, এই টিপস ওফ এসেছিল, কেজিবির কাছ থেকে। কেজিবির সোর্স কে ছিল, বলার অপেক্ষা রাখে না! ঐতিহাসিকরা নিশ্চিত, চে র বিশ্বজোরা জনপ্রিয়তায় ঈর্ষানিত ছিলেন ফিদেল- এতেব বলিভিয়াতে তাঁর মৃত্যু অবধারিত ছিল।

কোন শোষিত শ্রেনীর একনায়কতন্ত্রে ফিদেলের এই ঈর্শার ব্যাখ্যা মেলে?

ফ্রয়েডিয়ান বা বিবর্তনবাদী 'ক্ষমতা' ছারা এর কোন ব্যাখ্যা নেই। হাজার প্রতিবিপ্লবীর খুনে হাত লাল হলেও, মার্ক্সিস্ট বিপ্লবী তৈরী হয় না! স্বৈরাচারেরও কোন রং হয় না!

৩) পুঁজিতান্ত্রিক রাস্ট্রের ধ্বংশ (Destruction of the Capitalist State) এবং বুর্জোয়াতন্ত্রের খতম (Liquidation of the Bourgeoisie):

বিপ্লব হলেই তো হইল না! সেনা বাহিনী, পুলিশ, শিক্ষা, আদালত সবই রইল পুঁজিবাদী! এত এব লেলিন বললেন, এগুলোও ধ্বংশ করতে হবে, নইলে প্রতিবিপ্লবে ধ্বংশ হবে, নবীন সমাজতন্ত্র! দুটো উদাহরন দিই।

সোভিয়েত বুর্জোয়াদের জাহান্নামে যাচ্ছে বলে, মাও শুরু করলেন, সাংস্কৃতিক বিপ্লব (১৯৬৬-৭৬)। মাওকে তখন চালাচ্ছেন, তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী এবং প্রাক্তন অভিনেত্রী জিয়াং কুইন। এই ভদ্রমহিলা ছিলেন মক্ষিরানী। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জন্য মাওকে গালাগাল দেওয়া হয় বটে, কিন্তু পরিকল্পনাটা এই ক্ষমতালোভী মহিলার। বৃদ্ধ মাওয়ের ঘরে ঢোকাতেন নবীনা মেয়েদের, আর নিজে নিয়ন্ত্রন করতেন একাধিক শীর্ষ কম্যুনিউস্ট নেতাদের-চেন বোদা, লিন দে আউ (প্রতিরক্ষা মন্ত্রী),ওয়ান ডন জিং। শহরের সমস্ত স্কুলকলেজের ছাত্র ছাত্রীদের পাঠানো হল গ্রামে। নিজেকে মাওবাদী প্রমান করতে, প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর অবশ্য কর্তব্য ছিল, তাদের শিক্ষক শিক্ষিকার গালে জুতো মারা বা জুতোর মালা পরানো। যাদের বই পরার ধৈর্য্য নেই, তারা দুটো ভালো সিনেমা দেখুন, জিয়াং কুইনের এই সংস্কৃতিক বিপ্লব বা মাও 'কালট' এর কীর্তন বুঝতে। দুটি ই আমার দেখা অন্যতম শ্রেষ্ঠ সিনেমা-Fairwell to my concubine এবং The Last Empire (দুটি সিনেমাই প্রচুর অস্কার জিতেছে)। ফল হল এই যে, লাখে লাখে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকরা আত্মহত্যা করলেন। শিল্পে বিপর্যয় নেমে আসে-অনেক লোক চিকিৎসকের অভাবে মারা যায়। কারণ, চিকিৎসকরা তখন ধান কাটছেন।

আরেকটা উদাহরন দিচ্ছি কাম্বোডিয়া থেকে। ফ্রান্সের দিক্ষিত এই কম্যুনিউস্টদের পার্টির নাম খেমের রুজ। নেতা পল পট। ভাববেন না একদম অশিক্ষিত কম্যুনিউস্ট -দর্শন শাস্ত্রের পীঠস্থান ফ্রান্স থেকে গিলটি করা কম্যুনিউস্ট ইনি। ক্ষমতা দখলের পর নির্দেশ দিলেন শহর ছাড়ো-গ্রামে চলো। মাওতো গ্রামে পাঠাতে, পঁচিশ বছর সময় নিয়েছিলেন। পলপট নিলেন এক সপ্তাহ। রাজধানী নমপেনে জড় হয় ত্রিশ লক্ষ মানুষ। সবাইকে বলা হল শহর ছাড়ো-চলো গ্রামে। সেটা না হয়, তাও মানা গেল। যারা হাসপাতালে ভর্তি ছিল, তাদেরকেও ব্যতিক্রম মানা হল না, হাসপাতালে মিলিটারী ঢুকিয়ে মানুষদের বার করে আনা হল। এর পরের বিবরন আমি পল ব্যারন এবং আন্টোনী পলের Murder of a Gentle Field থেকে তুলে দিচ্ছি।

Troops stormed into the Preah Ket Melea Hospital, Phnom Penh's largest and oldest, and shouted to patients, physicians and nurses alike. "Out! Everybody out! Get out!" They made no distinction between bedridden and ambulatory patients, between the convalescing and the dying, between those awaiting surgery and those who had just undergone surgery. Hundreds of men, women and children in pajamas limped, hobbled, struggled out of the hospital into the streets where the midday sun had raised the temperature to well over 100 degrees Fahrenheit. Relatives or friends pushed the beds of patients too wounded, crippled or enfeebled to walk, some holding aloft perfusion bottles dripping plasma or serum into the bodies of loved ones. One man carried his son, whose legs had just been amputated. The bandages on both stumps were red with blood, and the son, who appeared to be about twenty-two, was screaming, "You can't leave me like this! Kill me! Please kill me!"

এরে কই কম্যুনিউস্ট বিপ্লব। সবাইকে গ্রামে পাঠানো হল বটে, কিন্তু খাদ্য নেই। খেমের রুজের লেবাল ক্যাম্পের করুন কাহিনী নিয়ে অস্কার জয়ী সিনেমা The killing field । দেখার পর আমি তিনদিন, ঠিকঠাক খেতে পারি নি। গ্রামের লেবার ক্যাম্পে মানুষের প্রথমে তাও একটু ফ্যানভাত জুটছিল-পরে সেটা ভাত থেকে পুরো ফ্যান হলো। লেবার ক্যাম্পে মানুষ বাঁচার চেস্টা করেছে, মাটি থেকে শামুক, ইঁদুর ধরে, সেটাকে জ্যান্ত খেয়ে নিয়ে। এক বছরে অনাহারে মারা যায় প্রায় দশ লক্ষ লোক। যেসব কম্বোডিয়ানদের চোখে চশমা ছিল-সবাইকে বলা হল প্রতিবিপ্লবী।

চোখে চশমা থাকলে, খেমের রুজের শিষ্যরা বন্দুকে বেয়নেট দিয়ে চশমা ভেঙে চোখ খুবলে দিত। সংক্ষেপে এটাই হচ্ছে বুর্জোয়াতন্ত্রের নিধন-মানে মানুষের স্বাধীন বুদ্ধির চোখকে খুবলে তুলে দাও-তাদের জানোয়ার বানাও!

৪) সমাজতন্ত্রের সৃস্টি (Creation of Socialism):

সমাজতন্ত্র, কম্যুনিউজমের প্রথম ধাপ। কম্যুনিজম মানে ‘সমাজ নেবে প্রত্যেকের ক্ষমতা অনুযায়ী , ফেরত দেবে প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুযায়ী ‘। সমাজতন্ত্রে সমাজ ফেরত দেয় প্রত্যেকের কাজ অনুযায়ী-তাই ব্যক্তিগত সম্পতির সম্পূর্ণ বিলোপ হয় না, মানুষের কাজেরও প্রকারভেদ করা হয়। চীন, রাশিয়া বা কিউবাতে যেটা চলে, সেটা আসলেই সমাজতন্ত্র, কম্যুনিজম নয়।

এবার রাশিয়ার সামাজিক গনবন্টনের কিছু গল্প বলি। এখানে উৎপাদন থেকে বন্টন, সবটাই চলত সংখ্যাতত্ত্বের ধাপ্পাবাজীতে।

ধরুন, কোন যৌথ খামারের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে এক লক্ষ টন গম। সে উৎপাদন করে বসল পঞ্চাশ হাজার টন। তার থেকে দশ-বিশ হাজার টন হাপিস হত, উৎপাদনকারী শ্রমিক বা কৃষকের গৃহে। এটা না হলে, সে যা রেশন পেত, তাতে তাকে অর্ধাহারে থাকতে হত গোটা বছর। শুধুই নিজের প্রয়োজনটুকুই নয়, তার অনেক বেশী স্টক করত বাড়ীতে। কারণ রেশনে মাংস বা রুটি না পাওয়া গেলে, এই গম ঘুঁষ দিয়ে, তাকে সংগ্রহ করতে হত মাংস বা রুটি। সংখ্যাতত্ত্বের গোঁজামিল কোন দিন ধরা পড়ে নি। কারণ কেও প্রশ্ন ই তুলত না! সমাজতন্ত্রে কম উৎপাদন হচ্ছে তাও হয় না কি? প্রশ্ন তুললেই প্রতিবিপ্লবী! সাইবেরিয়ার শীতে প্রাণ দেওয়র অনর্থক কি দরকার! এক লাখ উৎপাদন মানেতো একটা সাক্ষর মাত্র-তা রাশিয়ার সব লোকই ছিল সাক্ষর।

অর্থাৎ মানুষ বেঁচে থেকেছে, এক সমান্তরাল ঘুষের অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে। আমার কিছু রাশিয়ান বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আচ্ছা তোমরা ছিলে ইঞ্জিনিয়ার, তাহলে তোমাদের বিনিময় মূল্য কি ছিল?

সহজ। তারা আসলে মাইনে পেত বেশী। রেশনের ভাগ বাড়াতে এরা দিতেন বিশুদ্ধ রুবল ঘুঁষ!

সবটাই যে বাজে তা নয়। বিজ্ঞানী-প্রযুক্তিবিদ হতে পারলে গাড়ী এবং বাংলো পাওয়া যেত। এতেব ছোটবেলা থেকেই স্কুলে প্রচন্ড প্রতিযোগিতা-ফলে সোভিয়েত এবং চিনের শিক্ষা ব্যবস্থা, আমেরিকার থেকে শতগুনে উন্নত। আমি নিজেই রাশিয়ার নানান স্কুল পাঠ্য বই নিয়ে পড়াশোনা করেছি। সমতুল্য আমেরিকান বা বৃটিশ বা ভারতীয়দের থেকে, ওদের শিক্ষার মান অনেক উঁচু।

অর্থাৎ সেই বিজ্ঞানী এবং ইঞ্জিয়ার বুর্জোয়ারাই সোভিয়েত চালিয়েছেন। এখন চিনেও সেই ট্রাডিশন চলছে! আমেরিকা বা ভারতে, যেটুকু সমাজতন্ত্র আছে, সোভিয়েতে সেটিকুও ছিল না- পুরোটাই ছিল বুর্জোয়া আমলাতন্ত্র।

৫)সমাজতান্ত্রিক মানুষের সৃস্টি (Creation of the New Socialist Man):

আমাদের বাংলার শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক মার্ক্সিস্ট ডঃ অশোক মিত্র খুব দুঃখ করেছিলেন সোভিয়েতের পতনে। তাঁর মতে, মূল কারণ, লোকগুলো থেকে গেছিল সামন্ততান্ত্রিক- তাই সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় কাজে ফাঁকি মেরেছে!

মার্ক্সের মতে, নব্য সমাজতান্ত্রিক মানুষ, উঠে আসবে নব্য সমাজতন্ত্রের কোঠাঘর থেকে। 'সমাজতান্ত্রিক মানুষের' সংজ্ঞা হচ্ছেঃ

In communist society, where no one has one exclusive sphere of activity but each can become accomplished in any branch he wishes, society regulates the general production and thus makes it possible for me to do one thing today and another tomorrow, to hunt in the morning, fish in the afternoon, rear cattle in the evening, criticize after dinner, just as I have a mind, without ever becoming hunter, fisherman, shepherd, or critic." (*Collected Works*, Vol. V, page 275

উদাহরন দিয়ে বোঝানো যাক। আমি হলাম গিয়ে ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু আমি যদি সমাজতান্ত্রিক মানুষ হতে চাই, তাহলে সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী আমাকে কাজ করতে হবে। অর্থাৎ যদি আমার শহরে শিক্ষক কম থাকে, আমাকে শিক্ষকতা করতে হবে, যদি শ্রমিক কম থাকে আমার কর্মস্থল হবে মিল বা লেদ মেশিনে। বিখ্যাত দার্শনিক সিডনি হক ঠাট্টা করে বলেছেনঃ

All we need to do to show its bizarre character is to recast Marx's schedule of activities in terms of modern vocations and avocations; to perform brain surgery in the morning, engage in nuclear research in the afternoon, do some gentle gene-splicing in the evening, and conduct a symphony after dinner, just as I have a mind to do without ever becoming a brain surgeon, or nuclear physicist, or geneticist, or conductor." (*Marxism and Beyond*, page 6).

রবীন্দ্রনাথ যেমন সাহিত্যে ছিলেন সমাজতান্ত্রিক প্রগতিশীল, কিন্তু ব্যক্তিজীবনে ছিল সামন্ততান্ত্রিক বিচ্যুতি, মার্ক্সের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। সমাজতন্ত্রে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু নিজের গৃহদাসীটির সাথে তার দৈহিক সম্পর্ক ছিল

এবং তার গর্ভে একটি অবৈধ পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। সেটা অন্যায় নয়, কিন্তু মার্ক্স তার এই পুত্রটিকে সামাজিক স্বীকৃতি দেন নি। নারীবাদী মার্ক্সের এহেন আচরন প্রমান করে, তিনি নারীবাদী ছিলেন তত্ত্বে। বাস্তবে নয়। গুরু ঋণ মিটিয়ে, স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এঞ্জেলস। যা এখন তাদের চিঠিপত্র থেকে প্রমানিত। অপুষ্টিতে ভুগে তাঁর তিন পুত্র মারা যায়, কিন্তু সামান্য পুঁজি নিয়েও স্টক মার্কেটে বাজে কিছু স্টক কিনে, লোকসান খেয়েছেন। এঞ্জেলেসের সাহায্যে ফ্যামিলি চালাতেন। তীব্র অভাবে, কখনো কখনো টাকার জন্য অস্ট্রিয়ান পুলিশের ইনফর্মারের কাজ পর্যন্ত করেছেন! (কাজ ছিল বিপ্লবীদের উপর নজর রাখা, যারা মার্ক্সকেই গুরু মানতেন!)

আমি ইন্টারনেটে মার্ক্সের বৃহতম আর্কাইভে টনি ক্লিফের "Engels" থেকে তুলে দিলাম। মার্ক্সের অনেক জীবনীকারই তাঁর এই অন্ধকার জীবনের কথা লিখেছেন।

Not only was his sacrifice absolutely astonishing, the situation also brought out his modesty. Don’t tell it outside this room, but when Marx had an illegitimate child, Engels pretended to be the father in order not to hurt Marx’s wife. Today we might see such an action as bloody stupid, as an example of 19thcentury backwardness. But that is beside the point.

(http://www.marxists.org/archive/cliff/works/1996/07/engels.htm)

মার্ক্সের পাশে এঞ্জেলেসের জীবনী নিয়ে পড়াশোনা করলে, এঞ্জেলসকে সত্যিই বিরাট বড় মানুষ বলে মনে হয়-মহাভারতে একলব্যর প্রবাদপ্রতিম গুরুভক্তির কথা মনে পড়ে।

৬)রাস্ট্রের বিলোপ (Withering Away of the State):

পৃথিবীতে সব দেশে শ্রমিক কৃষকের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলে, সরকারের প্রয়োজন লুপ্ত হবে-দেশের সীমানা লোপ পাবে।

যদিও চীন-রাশিয়ার যুদ্ধ, একথাই প্রমান করে, হয় মার্ক্সীয়তত্ত্ব ভুল বা চীন/রাশিয়া চলেছে ভন্ড সমাজতন্ত্র !

এবার একটা মজার ব্যাপার বলি। সমাজবিজ্ঞানের যত তত্ত্ব আছে, এই একটি মাত্র ব্যাপারে সব্বাই একমত। সমাজের বিবর্তনের শেষ ধাপ হচ্ছে, সীমানমুক্ত পৃথিবী। সামাজিক ক্ষেত্রতত্ত্ব (কফম্যান), অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্ব (লেজার), সামাজিক তাপগতিবিজ্ঞান (প্রিগোনীন)-সমস্ত তত্ত্বেই বলছে, দেশের সীমানা লুপ্ত হবে একদিন।

তবে কারণটা উন্নততর যোগাযোগ বা দুটি জাতির মধ্যে আরো আদানপ্রদান এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধির চাপ। যেটা আমরা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ানের গঠনের মধ্যে দেখছি। এই ঘটনা, আস্তে আস্তে সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তারিত হবে এবং ধর্ম-সংস্কৃতির কারা প্রাচীর ভেঙে পড়বে!

৭)কমুনিজমের প্রতিষ্ঠা (Emergence of Communism):

সনাতন মার্ক্সীয় ধারণায়, এক মাত্র দেশের সীমানা লুপ্ত হলেই, প্রকৃত কম্যুনিজম আসবে। অর্থাৎ কিনা, সমাজ মানুষকে তার কাজ অনুযায়ী নয়, প্রয়োজন অনুযায়ী বন্টন করবে।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, এটা কল্পবিজ্ঞানের অন্তর্গত। ধরুন ভবিষ্যতের পৃথিবীতে রোবটরাই মানুষের সব কাজ করে দিচ্ছে! কি হবে তাহলে? মানুষ কি ব্যক্তিগত সম্পতিতে উৎসাহিত হবে? যদি খাদ্য এবং যৌনতার সব দাবী মিটে যায় অতি অনায়াসে? সেক্ষেত্রে কি অপরাধ থাকবে? না মিলিটারীর দরকার হবে? না দেশের সীমানার অস্তিত্ব থাকবে? আমার ধারণা, মার্ক্সের হাত ধতে নয়, জেনেটিক্স (প্রচুর খাদ্য উৎপাদন এবং নিরোগ মানব জীবন) এবং রোবটশিল্পের উন্নতিতে, সুদূর ভবিষত্যেরপৃথিবীতে শান্তিপূর্ণ কম্যুনিউজম আসবে।

মার্ক্সবাদ কি বিজ্ঞান?

এখানে আপাতত সামাজিক ক্ষেত্রতত্ত্ব (কফম্যান,১৯৯২)নিয়ে বলি। ধরুন কোন একটা গ্রামে জমিদার বা মহাজনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হল-সেটা দ্বান্দিক বস্তুবাদ দিয়ে সুন্দর ব্যাখ্যা হয় বটে, কিন্তু গোটা ভারতের ইলেকশন রেজালটও কি দ্বান্দিক বস্তুবাদ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়?

পদার্থবিদ্যায় সহজ এবং জটিল সিস্টেম (simple and complex system) বলে একটা ব্যাপার আছে । হাইড্রোজেন পরমাণুতে একটা প্রোটনের চারপাশে একটাই মাত্র ইলেকট্রন ঘুরছে। নিউটনের গতিসূত্র এবং তার সাথে কোয়ান্টাম মেকানিক্স লাগালে এর ব্যাখ্যা হয় সুন্দর ভাবে। কারণ, এটা সহজ সিস্টেম।

কিন্তু বরফের ধর্মের ব্যাখ্যা কি নিউটন দিয়ে দেওয়া যায়? উত্তর হাঁ এবং না। উত্তর হ্যাঁ এই জন্যে যে, 'বরফে তাপ দিলে জল হয়' সেটার 'গুনগত ব্যাখ্যা' নিউটনের সূত্র দিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু কত লীনতাপ লাগবে বা তাপমাত্রা ঠিক কি হবে সেটা বলা সম্ভব নয়। সেইজন্য পদার্থবিদ্যায় সংখ্যাতাত্ত্বিক তাপগতিবিজ্ঞানের উদ্ভব। যেখানে নিউটন ব্রাত্য নন। তার উপর ভিত্তি করেই এবং আরো অনেক ফ্যক্টর নিয়ে ক্ষেত্রতত্ত্ব তৈরী করা হয়, যাতে জটিল সিস্টেমে 'পরিমান গত' ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব।

দ্বান্দিক বস্তুবাদ হচ্ছে নিউটনের সূত্রর মতন। যেটা ভুল নয়, কিন্তু জটিল সামাজিক ব্যাখ্যায় বড়জোর ভাসা ভাসা এক বা একাধিক চিত্র পাওয়া যায় (এটাও একটা কারণ, কেন কম্যুনিউস্টরা এক থেকে একাধিক পার্টি তৈরী করে। দ্বান্দিক বস্তুবাদের বহুবিধ ব্যাখ্যাই এর কারণ।)

সেখানে সামাজিক ক্ষেত্রতত্ত্বে কোন দেশের তথ্য নিয়ে সেই দেশের ভবিষ্যত গননা করা যায়-অর্থাৎ দেশের ভবিষ্যত আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির পরিমানগত বিচার সম্ভব। পুরো পদ্ধতি নৈর্বাক্তিক (objective)।

সমস্যা হচ্ছে যারা দ্বান্দিক বস্তুবাদকে বিজ্ঞান বলেন, তারা বিজ্ঞানের সংজ্ঞা ভুলে যান। নিউটনের গতিসূত্র বিজ্ঞান বটে, কিন্তু তা দিয়ে বড় জোর কিছু সহজ পরিস্থিতির ঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। জটিল পরিস্থিতিতে সেটা হয় না। দ্বান্দিক বস্তুবাদেরও একই সমস্যা। জটিল অবস্থায়, পাওয়া যায় নানান মুনির নানান মত। বা আসলেই কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব নয়। শুধু ভাগ হয় কমিনিউস্ট পার্টি। এই জন্য মার্ক্সবাদকে সরল বা অতিসরলঅবস্থার বিজ্ঞান বলাই অধিক যুক্তিসম্মত। সমাজবিজ্ঞানে এটাই সর্বাধুনিক এবং মোটামুটি সর্বসম্মত মত।

গতশতাব্দীতে কম্যুনিজমের ইতিহাস হল এই অতিসরল দ্বান্দিক বস্তুবাদ দিয়ে বিপ্লব ঘটিয়ে, দেশ চালাতে গিয়ে জটিল অবস্থার সম্মুখীন হওয়া। এবং দ্বান্দিক বস্তুবাদ দিয়ে সমাধান খুঁজতে গিয়ে (যা জটিল অবস্থায় সম্ভব নয়) প্রায় ১০ কোটি লোককে মৃত্যুমুখে ফেলে অবস্থাকে আরো জটিল করা। এবং শেষে সমাজতন্ত্রের পতনের মধ্যে দিয়ে ধাপ্পাবাজির অবসান।

এটা মাথায় রেখেই আমরা ঠান্ডা যুদ্ধের বিশ্লেষন করব।

[চলবে]